মোকাম্মেল সরকার

নতুন দিগন্তে আশার আলো ফুটিয়ে তুলছে সোনার টুকরোর মতো ঝলমলে মিশোরা

অবাক তাকিয়ে রয় বাংলাদেশ

বন্ধ্যা সময়ের শৃঙ্খলে আবদ্ধ সমাজের শুভশক্তিগুলো যখন ক্রমশঃ ম্রিয়মান, সম্মিলিত চিন্তা-চেতনার আশ্চর্য ফসলের ক্ষেত্রগুলো যখন অবরুদ্ধ ক্ষুদ্র স্বার্থ আর ব্যক্তিচিন্তার নিগড়ে — এমনই একটা সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মনস্ক মেধা আর 'কর্মপ্রেরণার' বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটে একটি প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে।

প্রতিযোগিতাটি ছিল কমপিউটার প্রোগ্রামিং-এর উপর। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন স্তরের মেধাকে এ, বি, সি, ডি এই চারটি শিক্ষাস্তরভিত্তিক গ্রুপে ভাগ করে আমন্ত্রণ জানানো হয়, সবাইকে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্যে। এ-গ্রুপে ২৭, বি-গ্রুপে ১৫, সি-গ্রুপে ১৪ এবং ডি-গ্রুপে ২৫ জনসহ সব মিলিয়ে ৮১ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এই প্রথম এ ধরনের একটি প্রতিযোগিতায় কেমন হয়েছিল **'মাসিক কমপিউটারজগৎ'** আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি ? — "অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাটি এতো তীব্র ছিল যে, বিজয়ীদের স্থান নির্ধারণ করতে হিমসিম খেতে হয়েছে বিচারকদের।" — নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বললেন, কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা '৯২ এর প্রধান সমন্বয়কারী মোঃ আবদুল কাদের।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ৩৭ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং কমপিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ২৮ ডিসেম্বর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে। ঐদিন এই অনুষ্ঠানে তিন প্রজন্মের প্রায় শত দর্শক শ্রোতার মাঝে উপস্থিত ছিলেন, পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, ডঃ শাহিদা রফিক, এম ইদ্রিস আলী, এম আনিসুর রহমান খান, মইন খান, ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী, রেজাউল করিম এবং আজম মাহমুদ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন — ডঃ জাফর ইকবাল, এম. এন. ইসলাম, এস. এম. এন. মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী, এইচ. এম. কাজী, আতিক-ই-রাব্বানী, এ. কামরুজ্জামান, আসাদুর রহমান, আজিজুল হক, এম. আবুল কালাম, কে সাদ উল্লাহ, আজিজুল হক প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কার হাতে বিজয়ীদের হাস্যোজ্জ্বল অভিব্যক্তি আর মাল্টি-মিডিয়া প্রদর্শনীতে আগত আগণিত উৎসুক দর্শক-শ্রোতার কলতান মুখর পরিবেশ যে সাফল্যের পরিচয় তুলে ধরে তার প্রাক-প্রস্তুতি কেমন ছিল ? — "আসলে চমৎকার টীম ওয়ার্ক আর সবার সহযোগিতামূলক মনোভাবের ফলেই এ ধরনের একটি জটিল অনুষ্ঠান সাফল্যের মুখ দেখেছে"। বললেন — প্রধান সমন্বয়কারী।

শূন্য অভিজ্ঞতা আর চারটি মাত্র পিসি সম্বল করে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা যখন করা হয় তখন বি.সি.সি-র স্থান ও কমপিউটার ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে প্রথম সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন বিসিসি-র তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক মিসেস খোদেজা আজম। এছাড়াও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন বি.সি.সি-র ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ অধ্য মইন খান, নির্বাহী পরিচালক এম. ইদ্রিস আলী এবং সিস্টেম এনালিস্ট মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

পরীক্ষা পরিচালনার সার্বিক দিকগুলোর দেখাশুনায় যারা ছিলেন আত্মনিবেদিত — তারা হলেন ডঃ আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন, রেজাউল করিম, ডঃ লুৎফর রহমান, ডঃ রফিকুল ইসলাম শরীফ, ডঃ শাহিদা রফিক, খোন্দকার নজরুল ইসলাম, মাহমুদ হোসেইন, চৌধুরী মফিজুর রহমান, ইশতিয়াক আহমেদ, মোঃ আঃ মোত্তালিব, দেবাশীষ সাহা এবং বুয়েট ছাত্রী ইফফাত হক।

বিজয়ীদের মধ্যে যে সব পুরস্কার বিতরণ করা হয় তার প্রায় সবটাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সৌজন্যেপ্রাপ্ত। সি এ্যাণ্ড সি, এ্যাবাকাস এ্যাণ্ড অটোমেশন, কমপিউটার পরিবেশক সমিতি, ফ্লোরা লিঃ, আনন্দ কমপিউটার্স,

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছে মৈত্রী মিশু।
পাশে উপবিষ্ট দেশের বিশিষ্ট কমপিউটার ব্যক্তিত্ব

সুপেরিয়র ইলেকট্রনিক্স, বর্ণ বাংলা সফট্ ওয়্যারের নির্মাতাগণ ছাড়াও ডঃ শাহিদা রফিক সৌজন্যতার হাত প্রসারিত করেন।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দায়িত্ববোধ আর একাগ্রতায় অনুষ্ঠানটি দেশের সুধীমহলের প্রসংশাধন্য হয়েছে তারা হলেন — **মাসিক কমপিউটার জগৎ**-এর রেজাউল করিম, খোন্দকার নজরুল ইসলাম, জাকারিয়া স্বপন, বিসিসি-র মোঃ আঃ মোত্তালিব, ভূঁইয়া ইনাম লেলিন, মুঃ আবেদুল মোমেন চৌধুরী, মইন উদ্দিন স্বপন, আবদুল হক অনু, আব্দুল মতিন, এবং এ-গ্রুপে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় চারজনকে। প্রথম এ.টি.এম, শফিকুল খালিদ; দ্বিতীয় — মোঃ আহসান হাবীব। তানভীর আতহার, ও রহমত আরা বেগম যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান দখল করে। এদের মধ্যে প্রথম তিনজনই বুয়েট-এর কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিঃ বিভাগের ছাত্র এবং শেষোক্ত জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী।

বি-গ্রুপে বিজয়ী চারজনের মধ্যে প্রথম মনিরুল ইসলাম শরীফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের ছাত্র, ২য় সৈয়দ ফজলে ফয়সল স্কলাসটিকা ঢাকা-র ছাত্র এবং যুগ্মভাবে ৩য় দু'জনের একজন — মুস্তাক আহমেদ নটরডেম কলেজের এবং অপরজন জাকি ওয়াহাজ মাইক্রোল্যাণ্ড ইন্সটিটিউট অব কমপিউটার এণ্ড ইলেকট্রনিক্স এর ছাত্র।

সি-গ্রুপে দি.ওয়াই.সি.সি (বি.সি.সি)-র মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান প্রথম, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ-এর এ. এস. এম. রহমত উল্লাহ ও ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাইস্কুলের মোঃ এমসানুল হক রিকো যুগ্মভাবে দ্বিতীয়, সেন্ট যোশেফ হাইস্কুলের সাহরিয়ার কামাল তৃতীয় স্থান লাভ করে।

ডি-গ্রুপে গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের ছাত্র ওমর আল জাবির মিশো প্রথম, মানারাত, ঢাকা-র ছাত্র সারমিল টি আনাম ও সেন্ট জোসেফ হাইস্কুলের ছাত্র শেজাদ জাভেদ যুগ্মভাবে দ্বিতীয় এবং ম্যাপল লীফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র খন্দকার সিদ্দিকী তৃতীয় স্থান দখল করে।

বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্তদের চারজনের মধ্যে একজন মোঃ আবদুল ওয়াজেদ উপল —উদয়ন বিদ্যালয়, আজারীন খান — পল্লবী এম, আই, মডেল হাইস্কুল, ইরফান হাবীব আলী লিটন জুয়েল স্কুল এবং সাখাওয়াৎ হোসেন সজীব ঢাকা প্রেসিডেন্সী স্কুলে অধ্যয়নরত।

সাধারণ পুরস্কারে যাদের ভূষিত করা হয় তারা হলো — ম্যাপেল লিফ ইণ্টারন্যাশনাল স্কুলের লিখন সিদ্দিক, মানারাত, ঢাকা-র রাজিব মাহমুদ, খালেদ সদরুল আনাম ও মোঃ আলী সিদ্দিকী, সেন্ট যোসেফ হাইস্কুলের জোসপাদ আহমেদ চৌধুরী, মোঃ নাফিস সিফাত-উর-রহমান, মঃ জুনায়েদ চৌধুরী, আদিব হাসান, রাকিব-উল-হাসান, ফারহা বিনতে রহমান ও অর্নব খান, খানমন্ডী সরকারী বালক বিদ্যালয়ের সৈয়দ শাহজালাল করিম, খানমন্ডি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সাবাব খন্দ ও আলী তারেক চৌধুরী, অন্বেষা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ফাহাদ বুইয়ান, উদয়ন হাইস্কুলের জহিরুল ইসলাম শরীফ এবং মেরীল্যাণ্ড কিণ্ডার গার্ডেন এণ্ড হাইস্কুলের ছাত্র মোঃ মঞ্জুর মোর্শেদ পাটোয়ারী। স্কুলগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল করেছে মাইক্রোল্যাণ্ড ইন্সটিটিউট অফ কমপিউটার এণ্ড ইলেকট্রনিক্সের ছাত্ররা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আগের দিন ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন ও প্রেস শো-তে গ্রুপ থেকে প্রথম স্থান অধিকারীদের সাংবাদিকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

যুগের দাবী

প্রতিযোগিতা '৯২ এ অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের উৎসাহদান ও অভিনন্দন জানাতে বিশেষ অতিথি হয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া। বললেন, বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে কমপিউটার প্রযুক্তি আমাদের জন্যে অপরিসীম সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের উদ্যোগী ও আন্তরিক হতে

দেশের প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন বা দিক থেকে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, কমপিউটার জগৎ এর লেখক সম্পাদক আজন মাহমুদ, কমপিউটার পরিবেশক সমিতির সাধারন সম্পাদক মইন খান, বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির সভাপতি আনিসুর রহমান খান, WISTAR এর সভাপতি ডঃ শাহিদা রফিক, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, কমপিউটার জগৎ –এর উপদেষ্টা এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশনে–র উপদেষ্টা ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী এবং কমপিউটার জগৎ –এর লেখক সম্পাদক রেজাউল করিম।

হবে যার ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে **মাসিক কমপিউটার জগৎ** আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায়। অনেকে বলেন, বিস্ময়কর এই প্রযুক্তিকে আয়ত্ত করে আমরা এর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছি না দারিদ্রের কারণে। দারিদ্র এখানে প্রধান অন্তরায় নয়। ইচ্ছা, আন্তরিকতা আর মনোযোগ যদি আমাদের থাকে তাহলে কমপিউটার প্রযুক্তিকে সহায় করে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করা সম্ভব। তার মতে এটাই এখন যুগের প্রধান দাবী। এই দাবীর খুঁটিনাটি দিকগুলো প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে উপস্থাপন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন মন্ত্রী মহোদয় এই অনুষ্ঠানে।

ভারত যদি পারে —

অনুষ্ঠানের আর এক বিশেষ অতিথি যিনি পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন — ভারত বর্তমানে ছয়শত কোটি রূপী মূল্যের সফট ওয়্যার রপ্তানী করছে এই তথ্য দিয়ে বলেন, আগামী চার বছরে এই খাতে ভারতের রফতানী আয় দাঁড়াবে ৩ হাজার কোটি রূপী। আঞ্চলিকতার সমস্যায় নিপীড়িত ভারত যদি এটা পারে তাহলে বাংলাদেশ কেন পারবে না তার প্রচুর জনসম্পদ আর মেধা থাকা সত্ত্বেও। পুরস্কার বিতরণী ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠানকে একটি মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করে এই জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি আশা করেছেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক ও নীতি নির্ধারক মহলের কাছে। সেই সংগে দাবী জানিয়েছেন কমপিউটার প্রযুক্তিকে সারাদেশের স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে পৌছে দিতে।

সুঁই থেকে আলপিন

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে হলে যুগ-যুগের সাধনার ফল কমপিউটার প্রযুক্তির তিন দিগন্ত ডাটা এন্ট্রি শিল্প, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার এর জ্ঞানকে আয়ত্ত করার মাধ্যমে সুঁই থেকে আলপিন কেনার মানসিকতা পরিবর্তন করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের অন্য এক বিশেষ অতিথি, মহিলা বিজ্ঞানী সংস্থা WISTAR এর সভানেত্রী ডঃ শাহিদা রফিক। তা না হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা আর সাধের গণতন্ত্র। তিনি বলেন, আত্মগৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে স্বপ্ন-সাধ পূরণের অঙ্গীকার আভাস পাওয়া যাচ্ছে আজকের এই চমৎকার অনুষ্ঠানে।

অন্ধকার অতীত, অন্ধকার ভবিষ্যৎ

"দুর্ভাগ্য আমাদের শিল্প বিপ্লব আমাদের স্পর্শ করেনি। আজ শিল্প বিপ্লবের যুগ শেষ হয়ে তথ্য বিপ্লবের যুগ শুরু হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের মতো অবহেলা-অদূরদর্শীতায় যদি তথ্য বিপ্লবকেও হারাই তাহলে আমাদের অতীত যেমন অন্ধকার ছিল, ভবিষ্যও তেমনি অন্ধকার থাকবে।" বললেন — বি.সি.সি-র নির্বাহী পরিচালক এম. ইদ্রিস আলী। **মাসিক কমপিউটার জগৎ**-এর বদান্যতায় যে সৃজনশীল মেধা আর বুদ্ধিমত্তাকে আলোর আভায় আলোকিত করে তোলা হয়েছে তার প্রশংসা করে তিনি বলেন, সারা দেশ থেকে এরকম মেধা খুঁজে বের করে এদের হাতে তুলে দিয়ে আগামীর সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার সঠিক দিক-নির্দেশনা।

ভাগ্যবান প্রজন্ম

কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ও মাল্টি-মিডিয়ার প্রদর্শনীকে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির সভাপতি এম আনিসুর রহমান খান পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ক্ষুদে কমপিউটার বিদদের ভাগ্যবান প্রজন্ম হিসেবে অভিহিত করেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "তিন দশক ধরে আমাদের দেশ কমপিউটারের সংগে জড়িত কিন্তু আমাদেরকে মূল লক্ষ্যে পরিণত করে এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। তোমরা অবশ্যই ভাগ্যবান যে, এই সুযোগ তোমাদের হয়েছে। আমাদের সময় এই সুযোগ ছিল না।" তার মতে সফটওয়্যারের উন্নতির জন্যে এ ধরনের প্রতিযোগিতা করাটা খুবই জরুরী।

কবিতার মতো —

কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার মতো অনুষ্ঠান আমাদের চিন্তার দৈন্যদশা ঘুঁচিয়ে মুক্ত-বুদ্ধির উন্মেষ ও বিকাশের মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানের চর্চা ও উন্নতি ঘটাবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে কমপিউটার পরিবেশক সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী মইন খান তরা শুভেচ্ছা বক্তব্যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টকে আর্ট হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আসলে এটি কবিতার মতো, সেই হিসেবে **মাসিক কমপিউটার জগৎ** আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানকে সফটওয়্যার কবিতার প্রথম সংকলন হিসেবে চিহ্নিত করা চলে –এক ঝাঁক সম্ভাবনাময় প্রজন্মকে সাথে নিয়ে যার যাত্রা শুরু হলো।

২৮ বছরের অবহেলা-
পরিণাম শুভ হয় নি

আজ থেকে ২৮ বছর আগে পাকিস্তানে প্রথম যে কমপিউটারটি এসেছিল তা ছিল দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সেরা। ২৮ বছরের সুযোগকে কাজে না লাগানোর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান আজ ভুটান ও মালদ্বীপ-এর পর্যায়ে। ক্রমাগত পিছনে থেকে যাবার অশুভ এই প্রবণতা পরিহার করে সমাজের সকল বিবেকবান মানুষকে যুগের চাহিদা পূরণে এগিয়ে আসার আহবান জানান বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ

কমপিউটার জগৎ আয়োজিত
← মাল্টিমিডিয়া ও কমপিউটার প্রদর্শনীর কয়েকটি ষ্টলে দর্শনার্থীদের ভীড় →

ইঞ্জিনিয়ার্স-এর সভাপতি ডঃ জামিনুর রেজা চৌধুরী যিনি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

মালয়েশিয়ায় প্রতিভার বিকাশ

কমপিউটার জগৎ-এর লেখক সম্পাদক আজম মাহমুদ মালয়েশিয়ার ছেলে-মেয়েদের কমপিউটার প্রযুক্তির উপর দক্ষতা ও প্রতিভার বিকাশ দেখে এসে তার মুগ্ধকর বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বাগত ভাষণে, ক্ষুদে প্রতিভাদের সঠিক পরিচর্যা ও উৎসাহ প্রদানের আহ্বান জানান। সুযোগ পেলে বিস্ময় সৃষ্টি করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়ার প্রতিভা যে আমাদের ছেলে-মেয়েদের আছে, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় আমাদের ক্ষুদে প্রজন্মের নৈপুণ্য তা সত্য বলে প্রমাণ করেছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সর্বশেষে বক্তা হিসেবে কমপিউটার জগৎ-এর লেখক সম্পাদক রেজাউল করিম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সকল প্রতিযোগী বিশেষ করে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের সকলকে গ্রুপ-জমাট এই মেলায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

ডঃ আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দিনের কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছে একজন প্রতিযোগী

আনন্দ ! এতো আনন্দ !

কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় তার গ্রুপে যার চমৎকার পারফরমেন্সে বিমুগ্ধ হয়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী হিসেবে পুরস্কৃত করেছে কমপিউটার জগৎ সে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র ওমর আল-জাবির মিশো। মাইকের সামনে দাড়িয়ে এই ক্ষুদে প্রতিভা তার অনুভূতি প্রকাশ করে এভাবে — আজ আমার বিশেষ আনন্দের দিন। যে উৎসাহ, যে অনুপ্রেরণা আজ আমি পেলাম আপনাদের সবার কাছ থেকে তা আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।

কমপিউটার মেলা ঃ বিস্ময়কর জগতের হাতছানি

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে শিশু একাডেমীর জিয়াউর রহমান মিলনায়তনের নীচতলা ও দোতালার সুপরিসর করিডোরে জমে উঠে কমপিউটার মেলা। মাল্টিমিডিয়ার বিস্ময়কর জগত-এর হাতছানিতে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন বয়েসী নারী-পুরুষ-শিশু ভীড় জমায় এ মেলা প্রাঙ্গনে। সুপিরিয়র ইলেক্ট্রনিক্স, ইনফোটেক লিঃ, সি সি এণ্ড সি, এ্যাবাবকাস এণ্ড অটোমেশন, ডেভেলপ-কমপিউটিং কানেকশন লিঃ, দি কমপিউটারস লিঃ, প্রদেশী লিঃ, কনসেপ্ট কমপিউটার নেটওয়ার্ক, ডাটেক লিঃ, অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার্স, কমপিউটার ল্যাণ্ড লিঃ ও অনন্তজ্যোতি নিয়ে বারোটি প্রতিষ্ঠান মাল্টিমিডিয়া জগতের বিস্ময়কর রাজ্যের রহস্যময় দ্বার উন্মোচন করে অগণিত দর্শকদের আনন্দ দানের পাশাপাশি তাদের জ্ঞানভাণ্ডারে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। সংগীতে সুরারোপের ক্ষমতাসম্পন্ন সাউণ্ড গ্যালারী, কম্পো শ্রেণীর মাল্টিমিডিয়া থেকে ভরাট কণ্ঠের উচ্চারণ, 'ফটোম্যান'-এর কারুকাজ, একটি সম্পূর্ণ এনসাইক্লোপিডিয়া ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সিডি-রমের অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করে দর্শকরা হন অভিভূত।

বিসিসির জনবিচ্ছিন্ন কর্মকর্তাদের কাণ্ড জম জমাট এই মেলায় সামান্য ছন্দ পতনের সুর ভেসে আসে বি.সি.সি-র কর্মকর্তাদের একগুঁয়েমীর কারণে। তারা দু'টো কমপিউটার দিয়েছিল এই মেলায় এবং এগুলো মেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাখা হবে বলে কথা ছিল। কিন্তু দু'টো বাজতেই 'অফিস বন্ধ হয়ে গেছে' — এই অজুহাত দেখিয়ে তারা টেবিল খালি করে কমপিউটার দু'টো নিয়ে যায়। দর্শকরা প্রথমে ফাঁকা টেবিলের রহস্য উদঘাটন করতে না পারলেও পরে যখন জানতে পারে আসল ঘটনা কি তখন বি,সি,সি-র বছরে জনগণের ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়কারী জনবিচ্ছিন্ন এই কাজের জন্যে প্রচণ্ড নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে।

নতুন দিগন্তে আশার আলো

আশাহত বাংলাদেশের সারা অবয়ব জুড়ে নতুন প্রাণের স্পন্দন জেগেছে মিশোদের অভিনব বুদ্ধিমত্তা আর কর্মদক্ষতা। দেশে প্রথম কমপিউটার মেলার প্রেক্ষাপট রচয়িতা মিশোদের কেন্দ্র করে মানুষের আগ্রহ এ কথাই প্রমাণ করে— এতোটা হতাশ হ'বার, এতোটা ভেঙ্গে পড়ার সময় বোধ করি এখনো আসেনি। আমেরিকা প্রবাসী কমপিউটার বিজ্ঞানী ডঃ জাফর ইকবালও ৬ বছর পর দেশে ফিরে কমপিউটার মেলা ঘুরে ফিরে দেখে এই বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন নিজেকে। তার মতে, কমপিউটার সম্পর্কে ৬ বছর আগে এতটা আগ্রহ দেখা যায়নি, যা এখন দেখা যাচ্ছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুলস্তর পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে কমপিউটার নিয়ে যাওয়াটা জরুরী। কারণ তথ্য প্রযুক্তির যুগে অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রধান শর্ত হচ্ছে দক্ষ মানুষ। বাংলাদেশের হাজার হাজার 'মিশো'কে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে গড়ে তোলা যায় ভবিষ্যৎ জনশক্তির অপূর্ব ভাণ্ডারে।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভুল, অজ্ঞানতা, অবহেলা আর অদূরদর্শিতায় সৃষ্ট 'সাত পুরুষের ঋণের' জঞ্জাল সরাতে আত্মপ্রত্যয়ী, টগবগে, প্রাণবন্ত মিশোরা আশার আলো হয়ে এগিয়ে আসছে।

প্রিয় বাংলাদেশ, এসো আরো একবার অভিবাদন জানাই নতুন দিগন্তের দিশারী সাহসী এই প্রজন্মকে।

রহমত আরা বেগম তারা গ্রুপে প্রথম না হলেও আমাদের মিনি সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছেন এজন্যে যে, তিনিই একমাত্র তার গ্রুপের সফল মহিলা প্রতিযোগী যিনি ২য় পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছেন বুয়েটের কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিঃ বিভাগের অন্য তিনজন ছাত্রের সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী রহমত আরা-কে পুরস্কার গ্রহণের পর তার অনুভূতি জানতে চাওয়া হলে বলেন, "প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে জয়ী হওয়াটা অবশ্যই আনন্দের।" তার পাঠ্য বিষয়ের উল্লেখ করে এরকম একটি প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার পিছনে মূল নিয়ামক শক্তি কি জানতে চাওয়া হলে বলেন, "পাঠ্যবিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক কি? আগ্রহী হলে প্রোগ্রামিং যে কারিগরী উৎকর্ষতা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে যে কেউ।" রহমত আরা-র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়া। ম্যানুয়াল দেখে প্রথমে নিজে নিজে ও পরে ধানমণ্ডির I.C.C.তে Pascal, C এবং d Base-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রহমত আরা-র প্রত্যাশা মাসিক কমপিউটার জগৎ সারা দেশ থেকে মেধা খুঁজে বের করার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তা যেন অব্যাহত থাকে।

বি. ওয়াই. সি. সি (বি.সি.সি.)-র মোঃ জাহাঙ্গীর আলম তার গ্রুপে সি-তে প্রথম হয়েছে। অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যের অধিকারী এই যুবকের স্বপ্ন কমপিউটার প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেয়া। মাসিক কমপিউটার জগৎ আয়োজিত কমপিউটার প্রতিযোগিতাকে এক অনন্য উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করে জাহাঙ্গীর বলেন, "মেধাকে উৎসাহ দিয়ে এর সঠিক বিকাশে এ ধরনের অনুশীলনের বিকল্প নেই।" তাই এই প্রতিযোগিতাকে রাজধানীতে

সীমাবদ্ধ না রেখে জেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত বলে সে মনে করে এবং এর জন্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার কথা উল্লেখ করে জাহাঙ্গীর বলে — আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের ভাবনা আমাদেরকেই ভাবতে হবে। অন্য কেউ ভাববে না। তাই উন্নয়নের যে ধারা সূচিত হয়েছে বিশ্বজুড়ে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের অবশ্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে।

অসাধারণ দক্ষতায় বি-গ্রুপে যে প্রথম হয়েছে নাম তার মনিরুল ইসলাম শরীফ। ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের ছাত্র মনির–এর কমপিউটারে হাতে খড়ি হয় সে যখন ক্লাশ টু-র ছাত্র। "এক্ষেত্রে বাবা-র

উৎসাহটাই ছিল অনুপ্রেরণার উৎসমূল।" মনির প্রায় পাচশ' প্রোগ্রাম আয়ত্ত করেছে সেই ছোট বেলা থেকে আজ অব্দি। একজন কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী মনির মনে করে, কমপিউটার প্রোগ্রামিং-এর উপর যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো সম্প্রতি, এরকম প্রতিযোগিতা সারাদেশের প্রতিটি জেলায় যাতে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে সরকার ও সচেতন সবাইকে মনোযোগ দিতে হবে। সেই সংগে স্কুল পর্যায়ে কমপিউটার পৌছে দেয়ার জন্যেও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আহ্বান জানিয়েছে সে। মনিরের বাবা ডঃ রফিকুল ইসলাম শরীফ ছেলের সামনে কমপিউটার এর দশদিগন্ত উন্মোচনের দায়িত্ব পালন করেছেন মাঝে একটি কমপিউটার কিনে দেয়ার মাধ্যমে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) যার প্রিয় ব্যক্তিত্ব সেই মনিরের লেখাপড়ার বাইরে সময় কাটে ঘরের আঙিনায় রাখা কমপিউটার এর বিস্ময়কর জগৎ এর সাথে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে।

ডি গ্রুপে প্রথম ওমর আল জাবির মিশো। চমৎকার পারফরমেন্স আর সাবলীল আচরণে যে সবার নজর কেড়েছে। পড়ছে গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলে, ৫ম শ্রেণীতে। মিশো'র প্রথম ও প্রধান নেশা "কমপিউটার, কমপিউটার এবং কমপিউটার।" কমপিউটার বিষয়ক লেখা কোন জার্নাল, ম্যাগাজিন কিংবা বই পেলে অন্য সব কিছু ভুলে

যায় সে। স্কুলের লেখাপড়ার বাইরে অধিকাংশ সময়ই কাটে তার কমপিউটার চর্চা করে। এছাড়া ছবি আঁকার প্রতিও বেশ আগ্রহ রয়েছে তরা। মিশো ভবিষ্যতে নিজেকে একজন কমপিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে দেখতে চায়। মিশো'র বাবা-মাও চান না, তাদের ছেলের স্বাধীন ইচ্ছায় কোন কিছু চাপিয়ে দিতে। "মিশো'র ইচ্ছেটাই এখানে প্রধান" — বললেন মিশো'র প্রকৌশলী বাবা মোঃ ফরিদ। মিশো ওয়ার্ড স্টার, ওয়ার্ড পারফেক্ট, লোটাস-১-২-৩, ডিবেস এই চারটি প্রোগ্রাম ছাড়াও একাধিক গেইমে পারদর্শিতা অর্জন করেছে। তারা প্রিয় গেইমগুলোর একটি হলো 'পিপেস অব পার্সিয়া'। কমপিউটার প্রযুক্তির বিস্ময়কর ভাণ্ডার মিশো'র সামনে উন্মোচিত করে যে **কমপিউটার জগৎ** তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে বলে — শুরুটা করেছে **মাসিক কমপিউটার জগৎ** এখন একটা সফল পরিণতির লক্ষ্যে সবার একযোগে কাজ করা উচিত।

এ.টি.এম. শফিকুল খালিদ, বুয়েট–এর কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিঃ বিভাগের ছাত্র খালিদ প্রথম হয়েছেন।গ্রুপ-এ থেকে। পুরস্কার হাতে হাস্যজ্জ্বল খালিদকে জিজ্ঞেস করা হয়, কেমন লাগছে ? "চমৎকার, সব কিছুই অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে

যেন নতুন কোন রাজ্য জয় করে এসেছি।" একটু থেমে বলে—"এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ আমার জীবনে এই প্রথম। আমার নতুন এই অভিজ্ঞতা সারা জীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে।" খালিদের পরিকল্পনা একটি universal system design করা যা কমপিউটার জগৎ-এর সকল জড়তা কাটিয়ে এক নতুন বিপ্লবের দিগন্ত উন্মোচিত করবে। ফলে 'Expert System', 'AI' তথা সকল 'Management System' খুব সহজেই 'Implement' করা যাবে। এটা বিশ্বকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে নতুন এক 'Technology'-র সাথে যা মানুষের সীমাবদ্ধতা একটু হলেও দূর করবে। খালিদ মনে করেন, বাংলাদেশে প্রচুর মেধা আছে কিন্তু কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। সরকারী পর্যায়ে এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলে তা জন জীবনে যথেষ্ট জোয়ার সৃষ্টি করবে বলে তিনি মনে করেন।

24 HOURS SERVICE ELECTRONICS & COMPUTERS

SALES

* COMPUTER
* PRINTER
* U.P.S.
* VOLTAGE STABILIZER
* COMPUTER ACCESSORIES

TRAINING

COMPUTER HARDWARE COURSE	* BASIC ELECTRONICS	* DIGITAL ELECTRONICS
TROUBLE SHOOTING & REPEARING	* COMPUTER SYSTEM UNIT * KEYBOARD	* MONITOR * PRINTER * U.P.S.
COMPUTER SOFTWARE COURSE	* WORDSTAR * LOTUS * DBASE PROGRAMMING	* WORDPERFECT * DBASE III+ * TURBO C.

ইলেক্ট্রনিক্স কোর্স ঃ ডিপ্লোমা -- বেসিক ইলেক্ট্রনিক্স, রেডিও, টেলিভিশন (সাদা/কালো, রঙ্গীন), ভিসিআর, ভিসিপি

SERVICING

* COMPUTER
* U.P.S.
* AIR CONDITION
* V.C.R. & V.C.P.
* PRINTER
* VOLTAGE STABILIZER
* TELEVISION (B/W, COLOR)
* TELEPHONE & FAX
* MODERN ELECTRONICS EQUIPMENT.

ONE YEAR WARRANTY. HOME SERVICE AVAILABLE.

ELECTRONICS & COMPUTERS

(A HOUSE OF ELECTRONICS)

156, ELEPHANT ROAD (1st Floor) , HATIRPOOL, DHAKA, TEL : 505469

A Trusted House of Electronics Maintained by Foreign Expert Engineers.